যাহা আর্জেন্টিনা, তাহাই জার্মানী

বাংলাদেশ ছেড়েছি বহু বছর আগে। দেশে থাকতে ফুটবলের খুব পাগল ছিলাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটির কার্জন হলের মাঠে রোদ হোক আর বৃষ্টি হোক আমরা ক'জন বিকেল হলেই ঠিকই হাজিরা দিতাম এবং যতক্ষন আলো থাকতো বল পিটাতাম। পুরান ঢাকার বেশ কিছু ছেলেপেলে আসতো, কয়েকজন ডিভিশনেও খেলত। সব মিলিয়ে চমৎকার সময় কেটেছে। দেশ থেকে বের হয়ে আমেরিকা আসার পর আমার সাধের ফুটবল যখন সকার (soccer) এ রুপান্তরিত হল তখন মনের মধ্যে প্রথমে বিষাদ, পরে উষ্মা জন্ম নিয়েছিল। যে খেলা খেলতে খেলতে বড় হয়েছি, আমার সত্বা এবং আত্মার সাথে যার চরম একাত্বতা, হঠাত করে তার এই নামভ্রম দেখে মনে বিদ্বেষ জেগেছিল। সুযোগ পেলেই আমেরিকান ফুটবল আর সকার নিয়ে মহা উৎসাহে তর্কে মেতে উঠেছি।

বহু বছর কেটে গেছে তার পর। জীবন যুদ্ধে মত্ত হয়ে খেলাধুলা থেকে অল্প বিস্তর সরে গেছি। ২০১৪ তে এসে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ আবার যেন অনেক কৈশোর, যৌবনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। তরুণ বয়েসে বিশ্বকাপ যে ধরণের আবেগ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তা কি আর মাঝ বয়েসে সম্ভব! তারপরও দক্ষিন আমেরিকায় বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে শুনে আবার যেন নতুন করে ফুটবল প্রেম উথলে উঠল।

ঠাট্টাচ্ছলে এক পারিবারিক পার্টিতে বলেছিলাম, ব্রাজিল ফাইনালে গেলে ঝুমার বাসায় পার্টি, আর্জেন্টিনা গেলে আলতাফ ভাইয়ের বাসায়, জার্মানী গেলে মাসুম ভাইয়ের বাসায়, আর এই তিন টিমের কেউ না গেলে আমার বাসায়। ফাইনালে এদের একজন থাকবে না চিন্তাই করিনি। সুতরাং আমার বাসায় পার্টি বসার কোন সুযোগই ছিলনা। থাকলে গৃহিণীর রোষানলে পড়তে হত। তার অনুমতি ব্যাতিরেকেই এত বড় একটা প্ল্যান করা!

আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠে যাওয়ায় আমার ছোট বোন তুল্য ঝুমা আমার মুখ রক্ষা করে তার বাসাতেই বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের পার্টি দিলো। বাঁচা গেল। গৃহিণী ইতিমধ্যেই বার দুয়েক চোখ রাঙিয়েছে। নেদারল্যান্ড উঠে এলে বিপদ হতে পারত। বাঁচা গেছে।

রোববার তিনটায় ঝুমার বাসায় গিয়ে হাজিরা দিলাম। আরোও জনা ছয়েক পরিবার এসে জড় হয়েছেন সেখানে। আযম ভাই, আমার মাছ ধরার সঙ্গী এবং সহকর্মী, ঘন্টা খানেক আগেই এসে সবচেয়ে ভালো কেদারাটা দখল করে গ্যাট হয়ে বসে গেছেন। আর এসেছেন মাসুম ভাই এবং শিলা তাদের তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে, নোমান ভাই এবং আলতাফ ভাই ও সস্ত্রিক এসেছেন। নিমুনের ননদিনী এসেছে কিংস্টন থেকে স্বামী এবং অসম্ভব ফুটফুটে একটি শিশুকে নিয়ে। শিশুটি খেলা শুরু হতে আমাদের হৈ চৈ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে মহা চীৎকার জুড়ে দিল। তার পিতৃদেব তাকে নিয়ে চলে গেলেন দোতলায় নিভৃত কোনের খোঁজে। আমরা মেতে উঠলাম আর্জেন্টিনা এবং জার্মানীর আক্রমন - পালটা আক্রমন নিয়ে। ক'দিন আগের জার্মানী ও ব্রাজিলের এক তরফা খেলার পর এবং ব্রাজিলের লজ্জাষ্কর পারফরমেন্সের পর আজকের খেলার শুরু দেখেই আমাদের সবার মনে বিপুল আশা জাগলো একটা দ্বন্দ্ব পূর্ণ খেলা দেখার সুযোগ পাবো ভেবে।

জোট বেঁধে খেলা দেখার কারণ যে শুধু খেলে উপভোগ করা নয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুই দলের সমর্থকরা জোট বেঁধে পরস্পরকে একটু হেনেস্থা না করতে পারলে আর খেলা দেখার আনন্দ কি।

দুই দলের সমর্থকদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান যদিও মাত্র হাতে গোনা কয়েক জনের আদি এবং অকৃত্তিম দল এখনও টিকে আছে। আমি প্রথম থেকেই ব্রাজিলের সমর্থক ছিলাম। জার্মানী তাদেরকে যেভাবে পিন্ডী চটকিয়ে হারালো তা দেখার পর শুধু যে মন্টা ভেঙ্গেছে তাই নয়, জার্মানীর প্রতি একটা ক্রোধও অনুভব করেছি। সুযোগ পেলেই টপাটপ গোল দিতে হবে? কেন একটু রয়ে সয়ে দু' চারটে কম দিলে কি জয়ের আনন্দ কিছু কম হত? আমি দল পালটে চলে এসেছি আর্জেন্টিনায়। বেশ কয়েকজন নেদারল্যান্ড, স্পেন, চিলি, এমনকি কোস্টারিকার সমর্থক থেকে জার্মানীতে গিয়ে ভিড়েছে। বরাবরের মতই আযম ভাইয়ের সাথে আমার টক্কা লেগে গেল। আমি জার্মানীকে দক্ষিন আমেরিকা থেকে কাপ নিয়ে যেতে দেব না, আযম ভাই জার্মানী ছাড়া অন্য কিছু শুনতেও রাজী নন। খেলা শুরু হবার দু' মিনিটের মাথায় তিনি ঘোষনা দিলেন, "আজ দশটা দিমু আর্জেন্টিনারে। মেসি 'ছাইড়া দে মা কাইদ্যা বাঁচি' বইলা এই যে পলাইবো তারে আর খুইজ্যা পাওন যাইবো না।"

"আরে রাখেন আপনার জার্মানী। ঘুঘু দেখছে ফাঁদ দেখা নি। ব্রাজিল ছিলো টেস্ট টিউব বেবি। আজ হচ্ছে আসল খেলা। জার্মানী-র 'মানহানি' করে মুখে চুনকালি দিয়ে ফেরত পাঠাবো।" আমি জোর গলায় বলি।

"দশটা!" আযম ভাই গলা আরোও তুলে বললেন।

"এগারোটা।" আমিও বাঁ কম যাবো কেন?

মাসুম ভাই মুচকি হেসে বললেন, "আমাদের নিজের দেশের কোন খবর নাই, খামাখা অন্যের দেশ নিয়ে ফাটাফাটি।"

দেশের কথা উঠলেই আযম ভাইয়ের মাথায় রাজনীতি এবং তাবত হাবিজাবি ব্যাপার স্যাপারের উদয় হয়। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আর দেশের কথা কইয়েন না। একটু প্ল্যান কইরা কাম করলে আমরা কি আর বিশ্বকাপ খেলতে পারতাম না? ব্রাজিলরে সাতটা দিছে আমগো না হয় চৌদ্দটা দিত। যে দেশের নেতারা একা একা ফাইনাল খেলে সেই খানে আর কি আশা করেন।"

নোমান ভাই ছেড়ে কথা বলার মানূষ নন। "আরে ওয়াক ওভার দিলে আমরা কি করুম। মুখে তুইলা খাওয়াইয়া দিমু।"

আলতাফ ভাই বোধহয় আলাপের মোড় বিশ্বকাপ থেকে দেশীয় রাজণীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে দেখে ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘোরানোর জন্য বললেন, "সারা দুনিয়ায় শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা। কোথাও শান্তি নাই। দেখেন ইরাকে প্রত্যেকদিন বোমাবাজি হচ্ছে, প্যালেস্টাইনে আবার বিরাট গোলমাল লেগে গেছে, ইতিমধ্যেই কয়েক শ' মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ইউক্রেনেও যুদ্ধ লেগে গেছে ...আমরা যে এখানে বসে সবাই মিলে শান্তিতে খেলা দেখতে পারছি সেই জন্য আমাদের শুকরিয়া করা উচিত।"

আযম ভাই ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। "শুকরিয়া তো করি। নিশ্চয় করি। আইজকা যখন জার্মানী আর্জেন্টিনারে পাড়াইয়া চ্যাম্পিয়ন হইবো তখনও শুকরিয়া করুম। আমাগো মইধ্যে যিনি এইসব শুকরিয়ার ধার ধারেন না তিনি হইলেন আমাগো লেখক সাহেব। মানুষের দুঃখ কষ্টের তার কাছে কোন দাম নাই।"

আমি দ্রুত প্রতিবাদ করি। "আরে আযম ভাই, আমারে পচান কেন? বাংলাদেশ বিশ্বকাপ না খেলতে পারলে সেটা তো আমার দোষ না। "

“তা হইবো ক্যান,” আযম ভাই ব্যাঙ্গ করে বললেন, “আপনে তো আবার নিজেরে এখন বাংলাদেশী বইলাই মনে করেন না। এহ, দুই দিন বাইরে থাইক্যা এখন উনি হইছেন কানাডিয়ান।”

এই কথায় বেশ একটা হাসির হল্লা উঠলো। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগলো না। কানাডার নাগরিক হয়ে যদি নিজেকে কানাডিয়ান বলে পরিচয় না দিতে পারি তাহলে এতো কাঠ খড় পুড়িয়ে এই দেশে আসার কারণ কি। আমি বিব্রত কন্ঠে বললাম, “রোজা রেখে আযম ভাইয়ের মেজাজটা মনে হয় খাট্টা হয়ে আছে। খামাখা আমাকে নিয়ে পড়েছেন কেন?”

খেলার মাঠে আক্রমণ – পালটা আক্রমণ শুরু হওয়ায় আমাদের আলাপ আপাতত কিছুক্ষন স্থগিত রেখে খুব হৈ চৈ করে নিজ নিজ দলকে সমর্থন করতে লেগে গেলাম আমরা।

শীলা চুপচাপ বসে খেলা দেখার মানুষ না। সে কিছুক্ষন দেখার পর বিরক্ত কন্ঠে বলল, “গোল টোল না দিলে খেলা দেইখা মজা লাগে। হাঁ কইরা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকনের মত। গোলটা আরেকটু বড় কইরা দিলে কি হয়?”

তার কথা বার্তা বলার ধরন খুবই মজার। সবাই আরেক চোট হাসল। ঝুমা যারা রোজা রাখেনি, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য কিছু নাস্তার ব্যাবস্থা করেছিল। ইফতারি এবং ডিনার সময় মত পরিবেশন করা হবে। পট লাক। আমার ধর্ম ভীরুতা স্বল্প, খাদ্যে আগ্রহ অতিশয়। সকলের চোখের আড়ালে বাচ্চাদের ভীড়ে মিশে গিয়ে টপাটপকিছু মিষ্টি সেটে দিলাম।

আযম ভাইয়ের নজর এড়ালো না। তা নিয়েও খোটা দিলেন, “খান খান। বেহেস্তে গিয়া আমি যখন অমৃত খামু আপনে তখন দোজখে গিয়া গু খাইবেন।”

আবার হাসা হাসি পড়ে গেল। আমি মৃদু প্রতিবাদে করি। “কি কথাবার্তা বলেন। রোজা রাখলে আমার শরীরে নানান ধরনের ব্যাথা বেদনা হয়, মন বিষন্ন হয়, সমস্যার শেষ নাই।”

জার্মানী প্রায় একটা গোল দিয়ে ফেলেছিল। সমর্থকরা খুব হৈ চৈ করে উঠল। “দশটা দিমু।“ আযম ভাই হুঙ্কার ছাড়লেন। “দশটা। লেখক সাহেব, বালতি টালতি আনছেন তো। এতো গুলান গোল লইবেন ক্যামনে? হাঃ হাঃ হাঃ”

শীলা তার সাথে জোট পাকালো, “ভাইবেন না। গারবেজ ব্যাগে ভইরা দিমু।”

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। ব্রাজিল গু হারা হেরে গিয়ে আমাদের মত সমর্থকদের একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে।

মাসুম ভাই বললেন, “ইস, জার্মানী ব্রাজিলকে কি হেনেস্থাটাই না করল। আমার তো চোখে পানি এসে যাচ্ছিল।”

আমার গৃহিণীও খুব দরদ দেখিয়ে বল্ল, “হ্যাঁ। এমন খারাপ লাগলো। তোরা খেলতে পারিস না তো এসেছিস কেন বিশ্বকাপে!”

নোমান ভাই বক্রোক্তি করে বললেন, “হ্যাঁ, একেবারে ইজ্জত মেরে দিয়েছে। আজ আবার আর্জেন্টিনার অবস্থা ডাল না করে দেয়। তাহলে হয়তো ভারত থেকে রেড ব্রিগেডকে ভাড়া করে আনতে হবে জার্মানীকে রোখার জন্য।”

শিলা বলল, “সেইডা আবার কি?”

আযম ভাই প্রশ্নটা লুফে নিলেন। “রেড ব্রিগেডের নাম শুনেন নাই, ভাবী? করছেন টা কি? ইন্ডিয়ায় কতগুলা মাইয়া মিইল্যা একটা দল বানাইছে ধর্ষনকারীদের বিরুদ্ধে ফাইট করনের জইন্য। জার্মানী যেমন কইরা ব্রাজিলের ইজ্জত নিয়া খেলছে তাতে রেড ব্রিগেডরে ডাক দিলে ভুল কিছু হইব না...হাঃ হাঃ হাঃ...”

বিরক্ত কন্ঠে বল্লাম,”রাখেন, আপনার জার্মানীকে আজকে মুখে চুন কালি মাখিয়ে ফেরত পাঠাব।”

ঝুমা বল্ল, “ভাই, জার্মানী যে ভাবে খেলছে তাতে এখনও সময় আছে। দল পালটে ফেলেন।“

আলতাফ ভাই হাসতে হাসতে বললেন, “আমরা যে দেশের মানুষ তাতে দল পাল্টালে কেউ খারাপ নজরে দেখবে না। চলে আসুন জার্মানীতে। এখনও সময় আছে।”

আর্জেন্টিনার একটা সুযোগ অবহেলায় হারিয়ে গেল। নাখোশ মুখে বললাম, “আরে, দাঁড়ান। ঘোল খাইয়ে ছাড়বো ব্যাটাদের আজকে। ঘুগু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি।“

দ্বিতীয় হাফের মাঝামাঝিতেও যখন কোন গোল হল না তখন শীলা হাই ছেড়ে বল্ল, “আরে ধুত্তোরি, সময়টাই নষ্ট। শুধু বল লইয়া এইদিক ঐদিক করলেই হইলো? এই আন্ডা ভাজি দেখনের কোন মানে আছে? আমি গেলাম মেলায়। বিরাট ঈদ মেলা বসছে।”

সে সত্যি সত্যিই জনা দু’য়েক ভাবী এবং তার দুই মেয়েকে নিয়ে মেলার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দিল।

আযম ভাই চোখ নাচিয়ে বল্লেন, “ঐ যে গেল আপনার আর্জেন্টিনার আরেক সমর্থক। আপনেও জান, মেলা দেইখ্যা আসেন। এই খেলা কে জিতবো এইটাতো দুনিয়া শুদ্ধ মানুষ জানে।”

আমি নিঃশব্দে অপমান হজম করি। আগে থেকে বড় বড় কথা বলে তো আর লাভ নেই। জিতে গিয়ে তারপর আযম ভাইয়ের দফা রফা করব। ব্যাটা মেসি আরেকটু টান ফান দে। মারাডোনা হাত দিয়ে গোল করে বিশ্বকাপ জিততে পারে, তুই ও কিছু একটা বাইর কর। Be innovative!

দুর্ভাগ্যবশt: এক্সট্রা টাইমে জার্মানী এক গোলে এগিয়ে গিয়ে খেলায় শেষ পর্যন্ত যখন জিতে গেল তখন আমার আর বলার কিছুই থাকলো না। আযম ভাই তার জার্মানীর সমর্থকদের সাথে জোট পাকিয়ে বিশাল হৈ হট্টগোল ফেলে দিলেন। “আরে, তখনই কইছিলাম জার্মানীর লগে ফাজলামী করতে আইস না। হইলো অহন! ইসরে, মেসি রে লইয়া আইসে! হাঃ হাঃ হাঃ...”

কাষ্ট কন্ঠে বললাম, “আরে এক গোলে হারিয়ে এতো কথা বলেন!”

“এক গোলও যা, দশ গোল ও তাই। মনে কষ্ট লাগে ভাই?” আযম ভাই খুব ঠা ঠা করে হাসতে লাগলেন।

মাসুম ভাই সোচ্চার কণ্ঠে না হলেও মৌন ভাবে বোধ হয় আর্জেন্টিনার সমর্থক ছিলেন। তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, “ভালো খেলা হয়েছে সেটাই বড় কথা। আমাদের কাছে তো সব দলই সমান।”

আমি তার মুখ থেকে কথা লুফে নিলাম। “ঠিকই বলেছেন। আরে, যাহা আর্জেন্টিনা তাহাই জার্মানী। একজন জিতলেই হল। তবে জার্মানীর প্রতি আমার সব সময়েই একটা দুর্বলতা ছিল। তা ঝুমা, ইফতারির আর কত বাকি?”